দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 23.2000 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

50

চট্টগ্রামে আওয়ামী রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের আরেক শিকার অমর একুশের গ্রন্থমেলা

আব্দুল মালেক ঃ চট্টগ্রামে আওয়ামী রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সর্বশেষ শিকার হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা হাইজ্যাকের পর এবার একুশের গ্রন্থমেলাও এখানকার সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাত থেকে হাইজ্যাক হয়ে গেছে। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে গড়ে তোলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর এই মেলার নেতৃত্ব অত্যন্ত সুকৌশলে আওয়ামী লীগ নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী দখল করে নিয়েছেন। চট্টল ইয়ুথ কয়্যার নামক সংগঠনের নেতৃত্বে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিবছর এখানে শহীদ মিনার ও মুসলিম হল প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু এবার মেলার আয়োজন করবে সিটি কর্পোরেশন। মেলা অনুষ্ঠিত হবে লালদীঘি ময়দানে এবং এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়া হবে নগরীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে। মূলত লালদীঘি ময়দান ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল নিয়ে পুরো ফেব্রুয়ারী মাসে বিরোধী দলের আন্দোলন মোকাবিলায় এই একুশে গ্রন্থমেলাকে আওয়ামী লীগ একটি চাল হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। আর এর মধ্য দিয়ে এখানকার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের আন্দোলনরত বিরোধী দলের মুখোমুখি দাঁড় করানোর এক অশুভ চক্রান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এখানকার সচেতন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তীব্র অসন্তোষ ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। কিন্তু সরকার দলীয় পেশীশক্তির দাপটে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে।

সূত্র জানায়, ঢাকার বাংলা একাডেমীর সমান্তরালে প্রায় এক দশক আগে চট্টল ইয়ুথ কয়্যার নামক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চট্টগ্রামে এই গ্রন্থমেলার আয়োজন করে। এই মেলার সাথে ক্রমে এখানকার সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী তথা সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীগণ জড়িত হন। এই মেলাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গিয়ে অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী ইতোমধ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর গ্রন্থমেলা হিসেবে শনাক্তযোগ্য। গ্রন্থ ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও এই মেলায় প্রতিবছর সেমিনার, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একুশের স্মৃতিচর্চা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক লেখক-বুদ্ধিজীবীগণ মেলাকে সরগরম করে রাখেন। গত বছরও যথারীতি শহীদ মিনার ও মুসলিম হল প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এবার মেলা অনুষ্ঠিত হবে লালদীঘি ময়দানে। এর শাখা থাকবে আরও কয়েকটি স্থানে। আয়োজন করবে সিটি কর্পোরেশন ও নেতৃত্বে থাকবেন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। সূত্র জানায়, যে মুহূর্তে সাংস্কৃতিক কর্মীগণ একুশে গ্রন্থমেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন; সে মুহূর্তে গত ১৭ জানুয়ারী মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী নেতৃবৃন্দের সাথে এক আকস্মিকভাবে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মহিউদ্দিন চৌধুরী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১ ফেব্রুয়ারী থেকে লালদীঘি ময়দানে একুশে গ্রন্থমেলার ঘোষণা দেন এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য মৌখিকভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। সভায় উপস্থিত একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এই প্রতিবেদককে জানান, মহিউদ্দিন চৌধুরী তার ভাষায় জানতে চান, 'এই বছর আমি আরও বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক মানের বইমেলা করব– শুধু বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকেও গ্রন্থ প্রকাশক এবং লেখক আনব। আপনারা সহযোগিতা করবেন কিনা বলেন।' মেয়রের এই ধরনের বক্তব্যে সবাই হতচকিত হন এবং তারা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন এবং চক্ষু লজ্জাবশত মেয়রকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে চলে আসেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে মহিউদ্দিন চৌধুরী নিজেকে চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. অনুপম সেনকে নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক নাসির উদ্দিন চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে একুশে মেলা উদযাপন কমিটি ঘোষণা করেন। সূত্র মতে, মহিউদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করার আগে এ ব্যাপারে সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীকে অবহিত করা হয়নি। কিন্তু এখন কারও করারও কিছু নেই। রাজনৈতিক পেশীশক্তির কাছে সবাই অসহায়। অগত্যা তারা এই নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে চট্টলার সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের তিল তিল করে গড়ে তোলা গ্রন্থমেলা এবং এর নেতৃত্ব ছিনতাই হয়ে গেছে অত্যন্ত সুকৌশলে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এভাবে গ্রন্থমেলার নেতৃত্ব দখল এবং মেলার স্থান পরিবর্তনের নেপথ্যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক মতলব রয়েছে। জানা গেছে, ফেব্রুয়ারী মাসে বিরোধী দলের আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করবে এবং চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে একাধিক জনসভার কর্মসূচী থাকবে। কিন্তু একুশের গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হলে বিরোধী দল লালদীঘির ময়দানে ফেব্রুয়ারী মাসে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী দিতে পারবে না। এছাড়া বিরোধী দলের সমান্তরালে এবারের গ্রন্থমেলায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হবেন এবং বিরোধী দলের বক্তব্য খণ্ডন করে বক্তব্য রাখবেন। সে ক্ষেত্রে একুশের গ্রন্থমেলা হবে ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার।

অন্যদিকে বিরোধী দলের হরতাল কিংবা জাতীয় কর্মসূচী পালনকালে লালদীঘির ময়দান ও সংলগ্ন এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে তার দায়ভার বিরোধী দলের ওপর সহজে বর্তানো যাবে। এক্ষেত্রে একুশে মেলার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের অতিসহজেই আন্দোলনরত বিরোধী দলের মুখোমুখি দাঁড় করানও যাবে।

উল্লেখ্য, প্রায় এক যুগ আগে চট্টগ্রামের আউটার স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা। একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অবদানকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে এই মেলার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পেশীশক্তির প্রভাবে এই বিজয় মেলার কর্তৃত্বও হাইজ্যাক হয়ে গেছে। বর্তমানে চট্টগ্রামের বিজয় মেলার সাথে মেলার মূল উদ্যোক্তারা জড়িত নেই। এটি এখন আওয়ামী লীগের একটি মীনা বাজারে পরিণত হয়েছে। ঠিক সেইভাবে চট্টগ্রামের একুশে গ্রন্থমেলাও হাইজ্যাক হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সচেতন সাংস্কৃতিক মহলে বর্তমানে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। কিন্তু রাজনীতির পেশীশক্তির কাছে তারা অসহায়।